গাংনী হাসপাতালের তদন্ত প্রতিবেদন জমা হবে আজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে পাঠানোর অভিযোগে একটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠণ করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সে প্রতিবেদন আজ শনিবার জমা দেওয়া হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। গত ২৯ জুন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রাণী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের নির্দেশে এ কমিটি কমিটি গঠণ করেন।

হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) হাবিবুর রহমানকে সভাপতি করে ৩ সদস্যর কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন- জুনিয়র কনসালটেন্ট খোকন রেজা ও মেডিকেল অফিসার তাসমেরি খাইরুন নাহার। কমিটিকে চার কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তদন্ত শেষ হয়েছে। আগামীকাল (আজ) শনিবার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বছরের পর বছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু তদারকির অভাবে সরকারের বিনিয়োগের অপচয় হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে, রোগীদের প্রায় ৯৮ ভাগ পরীক্ষায় এখানে না করে চিকিৎসকের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়। এসব কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পান বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেনসহ কয়েকজন চিকিৎসক নিয়মিত রোগীদের নিজেদের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠান।

এমনকি একজন চিকিৎসকের দাবি, কিছু চিকিৎসক এমন সব পরীক্ষা লিখে

দেন যেগুলোর প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র কমিশনের জন্য।ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন সরেজমিনে দেখা গেছে, ডা. ফারুক হোসেন নিয়মিত রোগীদের ‘মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে’ পাঠাচ্ছেন।

ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীরা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রোগীদের সেখানে নেওয়ার কাজ করছেন। জানা যায়, ডা. ফারুক হোসেন অবসরে গিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত চেম্বার করেন।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে তার উত্তরপাড়ার বাড়িতে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তবে, কি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে এখনো জানাননি তিনি। তার বিরুদ্ধে মামলাগুলো যাচাই বাছাই করার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানান ওসি।

যুবলীগ নেতা শফি কামাল পলাশ গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক।

জানা গেছে, জুলাই আগষ্ট বিপ্লবের পর শফি কামাল পলাশ দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে চলছিলো। তার বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলাসহ বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে।

শফি কামাল পলাশ বর্তমানে গাংনী থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন।

গাংনীতে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে সংঘর্ষে নারীসহ আহত-৫

মেহেরপুরের গাংনীতে পৈত্রিক জমি নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, ইউনুস আলী (৭০) ও তার স্ত্রী জয়নব আরা (৬০), ছেলে হাসানুজ্জামান (৩১)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, মহসিন আলী (৮০), তার স্ত্রী হানুফা (৬৫), ছেলে রিপন হোসেন (৩০)।

আহত ইউনুস আলী জানান, আমার জমি জোর করে তারা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল আমার বড় ভাই মহসিন আলী। তাকে নিষেধ করাই সে আমার উপর হামলা চালায়। এতে আমার স্ত্রী ও ছেলেসহ আমি মারাত্বক আহত হয়েছি।

এদিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে আরেক দফা হামলা করে মহসিন আলীর লোকজন। এদিকে ইউনুস আলীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক এম কে রেজা।

এঘটনায় উভয় পক্ষই মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মুচলেকায় মুক্তি পেলেন বিএনপি নেতা জাফর আলী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক জাফর আলীকে (৫৯) মুচলেকায় পরিবারের কাছে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বানী ইসরাইল।

তিনি জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাফর আলীর বড় ভাই বজলুল হকের জিম্মায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য: শুক্রবার ভোরে তার নিজবাড়ি এলাঙ্গি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল,একটি ম্যাগজিন ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

গাংনীতে অস্ত্রসহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্পাদক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীকে (৫০) আটক করেছে সেনাবাহীনির গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা।

আজ শুক্রবার ভোরে তার নিজ বাড়ি এলাঙ্গি থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তার বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এলাঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা জাফর আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বাড়ির ভিতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ তল্লাশি করা হয়। এসময় বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে গাংনী সেনাক্যাম্পে নেয়া হয় এবং পিস্তলের প্রকৃত মালিকানা যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও তিনটি ককটেলসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, জাফর আলীকে থানায় হস্তান্তর করেছে সেনাবাহিনী। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঘটিয়ে পথচারীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন এবং মোটরসাইকেল লুট করে নেয়। বুধবার (২৫ জুন) দিবাগত রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগীরা জানান, গাংনী উপজেলার গোহাটপাড়া এলাকার আরিফুল ইসলাম ও কাষ্টদহ গ্রামের মো. শিশির ধানখোলা গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথে একটি ইটভাটার কাছে পৌঁছালে কালো কাপড়ে মুখঢাকা দুইজন ডাকাত পিস্তল হাতে লেজার লাইট দেখিয়ে তাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে। এরপর অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা, মোবাইল ও মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেয়।

তারা জানান, এসময় আশপাশে থাকা ৮/১০ জন পথচারীকেও পাশের একটি মেহগনি বাগানে নিয়ে গিয়ে ডাকাত দল সবার টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়। তাদের সঙ্গে থাকা আরও ৫-৬ জন ডাকাত দেশীয় অস্ত্র ও ওয়াকিটকি নিয়ে দূর থেকে পাহারা দিচ্ছিল। ডাকাতি শেষে তারা তিনটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মোটরসাইকেলটি ফেলে রেখে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে।

ঘটনার খবর পেয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল পুলিশের একটি টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে তিনি সাংবাদিকদের সামনে কথা বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, “ডাকাতদের ধরতে অভিযান শুরু হয়েছে।”

এই ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় ইউপি চেয়ারম্যান

প্যারোলে দুই ঘণ্টার মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা আনোয়ার হোসেন পাশা। আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই সময়সীমায় তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান পাশার মা গতকাল সোমবার (২৩ জুন) কুষ্টিয়ার একটি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বিষয়টি জানার পর তার পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করে। প্রশাসন আবেদন মঞ্জুর করলে মেহেরপুর কারাগার থেকে পুলিশ প্রহরায় পাশাকে তার নিজ গ্রাম মিনাপাড়ায় নেওয়া হয়।

মিনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার মায়ের দাফন সম্পন্ন হয়। পরে আবারও কড়া প্রহরায় পাশাকে মেহেরপুর কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়।

জানাজায় এলাকার শত শত সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এলাকাবাসীর চোখে অশ্রু দেখা যায় এই সময়।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আগস্টের পরবর্তী সময়ে নাশকতার একটি মামলায় আনোয়ার হোসেন পাশা গ্রেপ্তার হন এবং বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দি আছেন।

গাংনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সনদ ও অর্থ আত্মসাতের তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান চালিয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে ভুয়া শিক্ষাগত সনদ ও বয়স জালিয়াতি করে পদে বহাল থাকার অভিযোগসহ অর্থ আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে বলে জানিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা।

আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) দুপুর ১২টার দিকে দুদক কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সময় কলেজের বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন দুদক কর্মকর্তারা।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ভুয়া সার্টিফিকেট

ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ পদে বহাল রয়েছেন। এছাড়া কলেজের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাৎ করারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্ত চালাতে কলেজে যায় দুদকের একটি দল। অভিযান চলাকালে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজে উপস্থিত ছিলেন না। তবে অভিযানের সময় কলেজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং অনেক শিক্ষক-কর্মচারী দুদক কর্মকর্তাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন বলে জানান তারা।

দুদকের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদ বলেন, “আমরা কমিশনের আদেশে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অভিযান পরিচালনা করেছি। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে জন্ম সনদ, সার্টিফিকেট জালিয়াতি ও কলেজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। অধ্যক্ষ ছুটিতে থাকায় আজ তাঁকে কলেজে পাইনি। তবে আমরা সমস্ত কাগজপত্র চেয়েছি। কিছু হিসাব চেয়েছি, যেগুলো তিনি দিতে পারেননি, পরে দিবেন বলে জানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে অর্থ আত্মসাতের সত্যতা মিলেছে। পরবর্তীতে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

গাংনী জুড়ে বোমা আতঙ্ক!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাবাসী এখন বোমা আতংকে দিন কাটাচ্ছেন। ব্যবসায়ী ও ধনী শ্রেনীর মানুষের বাড়িতে একের পর এক বোমা চিরকুট ও কাফনের কাপড় রেখে হুমকী দেওয়ায় জনমনে তৈরী হয়েছে নতুন করে আতংক। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় কাউকে সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। তবে, পুলিশ বলছে দূর্বৃত্তদের সনাক্তে কাজ করছে তারা।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের একটি দোকানের সামনে থেকে হাতবোমা ও টিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ। চিরকুটে লেখা হয় ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ফিরে আসবে, আমরা চরগোয়াল গ্রামের মানুষ। আমরা নদীর এপার ওপার আছি বিএনপির একটি লোকও যেনো গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে।’ এভাবেই হুমকী সংবলিত চিরকুট লাল কসটেপ মোড়ানো হাতবোমা রেখে যায় দূর্বৃত্তরা। পরে সেটি উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা গ্রামের ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের বাড়ির গেটের সাথে দুটি বোমা, কাফনের

দোষীদের আইনে সোপর্দ করতে হবে। তা না হলে গাংনী আবারও রক্তাক্ত জনপদে পরিনত হবে।

গাংনী থানা ওসি (তদন্ত) মো: আল মামুন-বলেন, বোমা সাদৃশ বেশ কয়েকটি বস্ত উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি বোমা কিনা তা পরীক্ষা করে বোমাবাজ ও সন্ত্রাসীদেরকে চিহ্নিত করতে মাঠে কাজ করছে পুলিশ।